কলিকাতার স্মৃতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

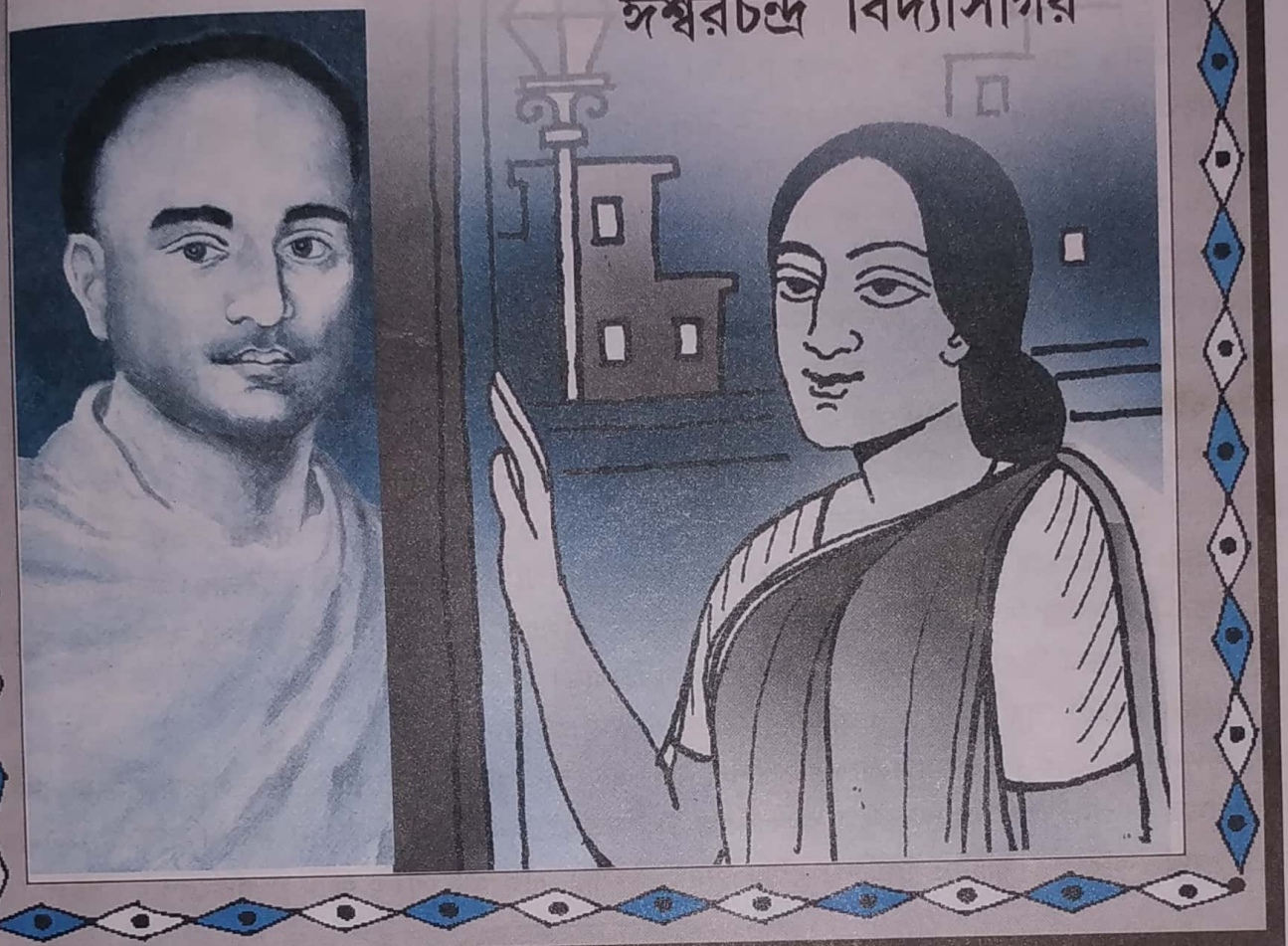

১২৩৫ সালের কার্তিক মাসের শেষভাগে, আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম। বড়বাজার নিবাসী ভাগবতচরণ সিং পিতৃদেবকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তদবধি তিনি তদীয় আবাসেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে সময়ে আমি কলিকাতায় আনীত হইলাম, তাহার অনেক পূর্বে সিংহমশায়ের দেহাত্যয় ঘটিয়াছিল। এক্ষণে তদীয় একমাত্র পুত্র জগদ্দুর্লভ সিংহ সংসারের কর্তা। এই সময় জগদ্দুর্লভবাবুর বয়ঃক্রম পঁচিশ বৎসর। গৃহিণী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী, তাঁহার স্বামী ও দুই পুত্র, এক বিধবা কনিষ্ঠা ভগিনী ও তাঁহার একমাত্র পুত্র, এইমাত্র তাঁহার পরিবার। জগদ্দুর্লভবাবু পিতৃদেবকে পিতৃব্যশব্দে সম্ভাষণ করিতেন। সুতরাং আমি তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীদিগের ভ্রাতৃস্থানীয় হইলাম। তাঁহাকে দাদা মহাশয়, তাঁহার ভগিনীদিগকে বড়দিদি ও মেজদিদি বলিয়া সম্ভাষণ করিতাম।

এই পরিবারের মধ্যে অবস্থিত হইয়া পরের বাটীতে আছি বলিয়া একদিনের জন্যেও আমার মনে হইত না। সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু, কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন, আমি কস্মিনকালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই।

Scanned with CamScanner

কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, স্নেহ ও যত্ন বিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অনুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফলকথা এই স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদগুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উপস্থিত হইলে, তদীয় অপ্রতীম গুণের কীর্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া, অনেক নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধহয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই। আমি পিতামহী দেবীর একান্ত প্রিয় ও নিতান্ত অনুগত ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমত, কিছুদিন তাঁহার জন্য, যারপরনাই, উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। সময়ে সময়ে তাঁহাকে মনে করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতাম। কিন্তু দয়াময়ী রাইমণির স্নেহে ও যত্নে, আমার সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখ অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল।

এই সময়ে, পিতৃদেব মাসিক দশ টাকা বেতনে, জোড়াসাঁকো নিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের নিকট নিযুক্ত ছিলেন। বড়বাজারের চকে মল্লিক মহাশয়ের এক দোকান ছিল। ঐ দোকানে লোহা ও পিতলের নানাবিধ বিলাতী জিনিস বিক্রীত হইত। যে সকল খরিদ্দার ধারে জিনিস কিনিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে পিতৃদেবকে টাকা আদায় করিয়া আনিতে হইত। প্রতিদিন প্রাতে এক প্রহরের সময় কর্মস্থানে যাইতেন; রাত্রি এক প্রহরের সময় বাসায় আসিতেন। এ অবস্থায় অন্যত্র বাসা হইলে আমার মত পল্লীগ্রামের অষ্টমবর্ষীয় বালকের পক্ষে কলিকাতায় থাকা কোনও মতে চলিতে পারিত না।

জগদ্দুর্লভবাবুর বাটীর অতি সন্নিকটে, শিবচরণ মল্লিক নামে এক সম্পন্ন সুবর্ণ বণিক ছিলেন। তাঁহার বাটীতে একটি পাঠশালা ছিল। ঐ পাঠশালায় তাঁহার পুত্র, ভাগিনেয়, জগদ্দুর্লভবাবুর ভাগিনেয়রা ও আর তিন চারটি বালক শিক্ষা করিতেন। কলিকাতায় উপস্থিতির পাঁচ সাত দিন পরেই আমি ঐ পাঠশালায় প্রেরিত হইলাম। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ এই তিনমাস তথায় শিক্ষা করিলাম। পাঠশালায় শিক্ষক স্বরূপচন্দ্র দাস, বীরসিংহের শিক্ষক কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় অপেক্ষা শিক্ষাদান বিষয়ে, বোধহয় অধিকতর নিপুণ ছিলেন।

ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে আমি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলাম।

কলিকাতায় থাকিলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই, এই স্থির করিয়া পিতৃদেব বাটীতে সংবাদ পাঠাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র পিতামহী দেবী অস্থির হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন, এই দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, আমায় লইয়া বাটী প্রস্থান করিলেন। বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিনা চিকিৎসায়, সাত আট দিনেই আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলাম।

পাঠসহায়িকা

লেখক পরিচিতি ঃ ঈশ্বরচন্দ্র ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে পড়াশোনা করেন। সেই সময় তিনি 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। তারপর তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পণ্ডিত হিসেবে নিযুক্ত হন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষ হন। এরপর তিনি ইনসপেক্টর অফ স্কুল পদে যোগদান করেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে দেশে শিক্ষা বিস্তার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে তিনি বহু স্কুল বিশেষ করে মেয়েদের স্কুল স্থাপন করেন। সমাজসংস্কারক হিসেবে তাঁর দান অতুলনীয়। 'বিধবা বিবাহ' সংক্রান্ত আইন পাশ করানোর ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগরকে বলা হয় বাংলা গদ্যের জনক। তিনি ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত সহজে বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রে 'উপক্রমণিকা' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল—শকুন্তলা, সীতার বনবাস, বেতাল পঞ্চবিংশতি, ভ্রান্তিবিলাস, কথামালা ইত্যাদি।

পাঠ্যাংশের এই রচনাটি **'বিদ্যাসাগর চরিত'** গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

Scanned with CamScanner

পাঠ্যাংশের মূলভাব ঃ বিদ্যাসাগর আটবছর বয়সে বীরসিংহ থেকে কলকাতায় আসেন। তাঁর সেই সময়কার স্মৃতিকথা এই নিবন্ধে বিবৃত হয়েছে। তিনি পিতার সঙ্গে জগদ্দুর্লভ সিংহের বাড়িতে বাস করতেন। এই বাড়িতে থাকার সময়ে তিনি সকলের কাছ থেকে বিশেষ করে রাইমণির কাছ থেকে যে স্নেহ-ভালোবাসা লাভ করেন তা অতুলনীয়। কিছুদিনের মধ্যে তিনি অসুস্থ হলে দেশে ফিরে যান।

শব্দার্থ ঃ নিবাসী—বসবাসকারী। তদবধি—সেই সময় থেকে। আবাস—গৃহ। দেহাত্যয়—মৃত্যু। তদীয়—তার। পিতৃব্য—কাকা। বাটী—বাড়ি। কস্মিনকালেও—কখনও। বিস্মৃত—ভুলে গেছে এমন। তদপেক্ষা—তার চেয়েও। সংশয়—সন্দেহ। আন্তরিক—মানসিক। সৌজন্য—ভদ্রতা, শিষ্টাচার। অসঙ্গত—অযৌক্তিক। কৃতঘ্ন—অকৃতজ্ঞ। পামর—পাপিষ্ঠ, নীচ। উৎকণ্ঠা—দুশ্চিন্তা। চক—বাজার। সন্নিকটে—নিকটে। নিপুণ—দক্ষ। রক্তাতিসার—আমাশয় রোগ। প্রস্থান—গমন।

টীকা-টিপ্পনী, সরলার্থ ঃ পরের বাটীতে আছি বলিয়া একদিনের জন্যেও আমার মনে হইত না—বিদ্যাসাগর মশায় কলকাতায় এসে পিতার সঙ্গে জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়িতে থাকতেন। এই বাড়িতে থাকার সময় বাড়ির লোকেরা তাঁকে এত স্নেহ যত্ন করত যে তাঁর কখনও মনে হয়নি যে তিনি অপরের বাড়িতে আছেন।

রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক আমার নয়নগোচর হয় নাই—কলকাতায় জগদ্দুর্লভ বাবুর বাড়িতে থাকার সময়ে তার ভগিনী রাইমণি বিদ্যাসাগরকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসত। তার এই অপরিসীম স্নেহ-ভালোবাসা বিবেচনার কথা স্মরণ করে লেখক এই কথা বলছেন।

আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দেশ করিয়া থাকেন—বাংলাদেশে স্ত্রীজাতিদের প্রতি অসীম সহানুভূতি ছিল বিদ্যাসাগরের। বিধবাবিবাহ প্রচলন, নারী শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি বিষয়ে এর সাক্ষ্য বহন করে। স্বাভাবিকভাবেই এইসব কাজের জন্য মানুষ তাঁকে স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলে মনে করে। বিদ্যাসাগর নিজেও সে কথা অস্বীকার করেননি।

সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখ অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল—বিদ্যাসাগর তাঁর ঠাকুমার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। সেজন্য কলকাতায় আসার পর ঠাকুমার জন্য তাঁর মন খারাপ হত। কিন্তু রাইমণি তাকে স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে এমন ভরিয়ে দিয়েছিল যে তিনি অনেকটাই নিরুদ্বিগ্ন হতেন।

বিনা চিকিৎসায় সাত আট দিনেই আমি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইলাম—বিদ্যাসাগর মশায় কলকাতায় থাকার সময়ে একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে দেশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং কয়েকদিনেই সুস্থ হন। এর থেকে বোঝা যায় যে কলকাতায় যে পরিবেশে থাকতেন এবং যেরূপ আহারাদি করতেন তা স্বাস্থ্য উপযোগী ছিল না। সেই জন্য গ্রামের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের যত্নের ফলে নিরাময় হন।

Scanned with CamScanner

(ঞ) কলকাতার পাঠশালায় শিক্ষক ছিলেন স্বরূপচন্দ্র দাস/অক্ষয়চন্দ্র

❑ অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ❑

২। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর একটি বাক্যে দাও ঃ

(ক) জগদ্দুর্লভবাবুর বয়স কত ছিল?
(খ) তার পরিবারে সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?
(গ) বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সকলে কীরূপ আচরণ করত?
(ঘ) বিদ্যাসাগর কার স্নেহ-যত্ন কোনো দিন ভুলতে পারবেন না?
(ঙ) বিদ্যাসাগর কখন অশ্রুপাত করতেন?
(চ) বিদ্যাসাগর মাঝে মাঝে কার কথা মনে করে কাঁদতেন?
(ছ) ঠাকুরদাস কোথায় চাকরি করতেন?
(জ) ঠাকুরদাসের মাইনে কত ছিল?
(ঝ) মল্লিক মশায়ের দোকানে কী বিক্রি হত?
(ঞ) ঠাকুরদাসের কাজ কী ছিল?
(ট) কলকাতায় আসার কতদিন পর বিদ্যাসাগরকে পাঠশালায় ভরতি করা হয়?
(ঠ) পাঠশালার শিক্ষক মশায়ের নাম কী ছিল?
(ড) বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের শিক্ষক কে ছিলেন?
(ঢ) কোন্ সংবাদ পেয়ে পিতামহী কলকাতায় আসেন?
(ণ) বাড়ি গিয়ে বিদ্যাসাগর কীভাবে নিরাময় হন?

❑ সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন ❑

৩। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দু-তিনটি বাক্যে দাও ঃ

(ক) ঠাকুরদাসকে কে কলকাতায় আশ্রয় দেন? তার পুত্রের নাম কী? সেই সংসারে কে কে ছিল?
(খ) বিদ্যাসাগর কেন জগদ্দুর্লভকে দাদা বলে ডাকতেন। তার ভগিনীদের তিনি কী বলে ডাকতেন?
(গ) জগদ্দুর্লভবাবুর বাড়ি থাকার সময় কেন বিদ্যাসাগরের মনে হত না যে তিনি পরের বাড়িতে আছেন?
(ঘ) জগদ্দুর্লভবাবুর কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম কী? এই ভগিনী নিজের ছেলে এবং বিদ্যাসাগরকে কোন্ চোখে দেখত?
(ঙ) সেই বিষম উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখ অনেক অংশে নিবারণ হইয়াছিল। —কোন্ উৎকণ্ঠা ও উৎকট অসুখের কথা বলা হয়েছে? কীভাবে তা নিবারণ হয়?
(চ) কেন বিদ্যাসাগরকে অন্যত্র বাসা হলে থাকা চলত না?
(ছ) বিদ্যাসাগর কলকাতা আসার কতদিন পর পাঠশালায় ভরতি হন? সেই পাঠশালা কোথায় ছিল এবং এখানকার শিক্ষক সম্পর্কে তার কী ধারণা হয়েছিল?
(জ) বিদ্যাসাগরের পিতামহী কেন কলকাতায় আসেন? তারপর তিনি কী করেন?

❑ রচনাধর্মী প্রশ্ন ❑

৪। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর কম বেশি সাত-আটটি বাক্যে দাও ঃ

(ক) এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবমূর্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। —এই 'দয়াময়ী' কে? কেন বক্তা তাকে দেবমূর্তির ন্যায় নিজের হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন?
(খ) কলকাতায় জগদ্দুর্লভবাবুর বাড়ি থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তা নিজের ভাষায় লেখো।

Scanned with CamScanner